93

দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 APR 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

এসএসসিতে অসদুপায়

দেশে এখন এসএসসি পরীক্ষা চলছে। শিক্ষাজীবনে এ পরীক্ষার গুরুত্ব অসীম। অন্তত দশ বছরের শিক্ষাজীবন শেষে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত এ পরীক্ষা উচ্চশিক্ষার বিস্তৃত জগতে প্রবেশের প্রথম সোপান হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। পরীক্ষাটিকে নির্ভরযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে তাই যত্ন আর সতর্কতার অন্ত নাই। আমরা সবাই চাই, এ পরীক্ষা নির্বিঘ্নে এবং কোন-রকমের কারচুপি ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রেও বাস্তবতা আমাদের প্রত্যাশাকে অনুসরণ করে না। এবারও পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

গত শনিবার ছিল ইংরেজী প্রথম পত্রের পরীক্ষা। ঐদিন সাত শ'য়েরও অধিক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে এবং অন্তত পাঁচজন শিক্ষক অসদুপায় অবলম্বনে সহায়তাদানের অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পরীক্ষায় যারা অসদুপায় অবলম্বন করে কিংবা যারা এ অপকর্মে সহায়তা করে, তাদের নিজেদেরও যথেষ্ট সতর্কতা থাকে। ফলে সকলেই ধরা পড়বে, এমন আশা করা যায় না। বিশেষ করে যেখানে শিক্ষক বা পরিদর্শকদের একটি অংশেরও এ হীন আচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকার মত ব্যাপারটি প্রমাণিত সত্য। একদিনে সাতশ' শিক্ষার্থী আর পাঁচ শিক্ষকের বহিষ্কৃত হওয়ার ব্যাপারটাকে তাই হালকাভাবে নেয়ার উপায় নেই।

প্রতিকার আবশ্যক, এ নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে প্রতিকারের পথটা কি হতে পারে, এ নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। এমনিতে ধারণাযোগ্য যাবতীয় সতর্কতাই অবলম্বিত হয়ে আসছে। এরপরও এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে সতর্কতা অবলম্বনের অধিক কিছু ভাবতে হবে। শিক্ষক সমাজের একটি অংশের সম্পৃক্ততা এই অপরাধ পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলেছে। এই জটিলতা থেকে কিছু করণীয়ের হদিস উদ্ধার করা সম্ভব। যখন একজন শিক্ষক তার পবিত্র দায়িত্ব আর মর্যাদার কথা ভুলে নকলবাজির সহায়ক হন, তখন বুঝতেই হবে, তার শিক্ষকতা ভূমিকায় ঘাটতি আছে। আর শিক্ষণে ঘাটতি থাকলে অসদুপায় আকর্ষণীয় হবে, এটাই স্বাভাবিক। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের এই প্রবণতাকে শিক্ষা-ব্যবস্থার দুর্বলতা গণ্য করে প্রতিকার খুঁজতে হবে।

বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের মানোন্নয়নই এ পরিস্থিতি পরিবর্তনের সর্বোত্তম পন্থা। একই সঙ্গে কঠোর শাস্তিও চালু রাখতে হবে। বিশেষ করে, শিক্ষক হয়েও যারা এই অপকর্মের সহায়ক ভূমিকা নিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সর্বনাশের পথে এগিয়ে দেন, তাদের ব্যাপারটি উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। এসএসসি সবে শুরু হয়েছে। এখন থেকেই যথাযথ কঠোরতা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতের অনেক শ্রমের লাঘব ঘটবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন এক সর্বনাশা অনাচার। আমরা এর সার্বিক অবসান কামনা করি।